EP: 32 Climate change agreement 2

(রচনাঃ Science Communicators' Forum এর পক্ষ থেকে মহুয়া দত্ত)

জলবায়ু ম্যাজিসিয়ান

চরিত্রঃ

i.। ম্যাজিসিয়ান ii. মা iii. রুম্পা iv. সোমা v. সিউরামজী vi. মিশ্রজী vii. বৃদ্ধ viii. সোসাইটির কর্ণধার

ম্যাজিসিয়ান ঃ

বাবুরা দিদিরা সোনামনিরা
দেশ বিদেশের ক-ত ম্যাজিক- ই তো দেখেছেন।
এবারে ভেল্কির ম্যাজিক দেখে যান। দেখে যান দেখে যান।
লাগ লাগ লাগ লাগ
ভেল্কির ম্যাজিক লাগ।
বাতাস জল আর মাটি নিয়ে
চলছিল তো বেশ
ভেল্কিবাজি শুরু হতেই
জীবন হাপিত্যেশ।
জল বাতাসের খেয়ালপনা
বাড়ায় মোদের বিড়াম্বনা
শস্য শ্যামল বসুন্ধরা
হতেছে নিকেশ।
স্কন্ধকাটা ধড়ের মত
মেঘ ভেসে যায় অবিরত
জল বিনে শস্য শুকায়
শুকায় বঙ্গদেশ
অলক্ষুণে বৃষ্টি ধারা
ভাসায় অঙ্গদেশ।

তাহলে দাদারা দিদিরা আজকের এই ভেল্কির খেলায় নায়ক জলবায়ু। তাকে নিয়ে মানুষের বড় ভাবনা। তার খামখেয়ালীপনায় সবাই অতিষ্ট। জলবায়ুর সাঙ্গপাঙ্গ জল বাতাস মাটি। একদিন যে বাতাস মাটি জল ছিল সকল প্রাণ ধারণের আধার আজ তারাই প্রাণনাশের কারণ হয়ে উঠছে। কেন হল এমন? কে দায়ী?

শহর গঞ্জ গ্রাম পাহাড় বাদাবন কারুর নিস্তার নেই।

আসুন আমরা আড়ি পেতে শুনে নেব কিছু কিছু মানুষের কত কত কথা ভেল্কিবাজির জোরে। আর গোস্তাখি মাফ করবেন। আমাকে আপনারা সবখানেই দেখতে পাবেন।

প্রথম দৃশ্য

(দৃশ্যান্তরের music)

(কোন এক শহরের ছোট এক চিলতে ফ্ল্যাট বাড়ির সকাল বেলা। টিভির আওয়াজ ছাপিয়ে ছাপিয়ে শোনা গেল...)

মাঃ রুম্পা, পাম্পটা চালা। সকালের কাজ শুরু হতে না হতেই কলের জল শেষ।
রুম্পাঃ উফ মা! আমরা পড়ছি। সোমা, এখানটা পড়, আমি পাম্পটা চালিয়ে আসি।দিন আসছে মা। জল কিনে খেতে হবে। এ দেশে মাটির তলার জল তলানিতে ঠেকেছে। আর মাত্র ৩১ বছরে জল আমদানি করতে হবে ভারতকে।দেখব তখন পাম্প চালানর হুকুম! (গজ গজ করতে করতে রুম্পা পাম্প চালায়। ঘড় ঘড় আওয়াজে চলতে শুরু করল।)
(**টিভিতে খবর চলছে।**)
পাঠিকাঃ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে আগামী সাতদিন তাপপ্রভাহ অভ্যাহত। আবহবিদদের মতে এই বিশ্ব এক ভয়ানক জলবায়ু পরিবর্তনের রাহুর গ্রাসে ছেয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি মানুষ সহ সকল প্রাণিকুলকে অতিষ্ট করে তুলেছে। ৪২ টি দেশের প্রায় ১৪৩০ লক্ষ মানুষ আজ জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে তীব্র অনাহারের কবলে পড়তে চলেছে। ২০১৮ সালে প্রায় ২৯০ লক্ষ মানুষ বিষম খাদ্য নিরাপত্তার অভাবের শিকার হয়েছেন। (গলার স্বর পাল্টিয়েঃ) এখন নেব বিজ্ঞাপনের বিরতি। বিরতির পর **চলে যাব জেলাভিত্তিক খবরে।** (বিজ্ঞাপনের music)
রুম্পা: টিভি টা কমাবে মা!
মাঃ কমাচ্ছি। **কী যে আছে কপালে! আমাদের দিন তো কেটে গেল। আমাদের ছেলেমেয়েগুলোর যে কপালে কী আছে।** খবর মানে তো ভাল কিছু না।নয় খুন জখম আর নয় সব গেল গেল**! (**মা জলখাবার হাতে মেয়ের ঘরে প্রবেশ করেন।**)** অ্যাই তোরা এবার খেয়ে নে। কী যে ভূগোল নিয়ে পড়ছিস। চারপাশের খবরাখবর রাখিস কিছু। দুদিন পরে দেশে জল পাওয়া যাবে না। বর্ষাকাল শেষ হতে চলল আকাশের শরতের মেঘ।

রুম্পাঃ হ্যাঁ মা! সেদিন ভূগোলের স্যার বলছিলেন কেন আষাঢ় শ্রাবণে আমাদের এখানে বৃষ্টি নেই ওদিকে উত্তরবঙ্গ জলে ভেসে যাচ্ছে। জলবায়ুর বদল আজ শুধু একটা দেশের সমস্যা নয়। সারা দুনিয়া জুড়ে এই সমস্যার বাড়বাড়ন্ত। বুঝলে মা, আগেরকার মানুষ জল জঙ্গল বাতাস মাটিকে মান্যতা দিয়ে, ভালবেসে, পবিত্র মনে করে নিজেদের উপকারে ব্যবহার করেছিল। আরও বিলাস, আরও আরামের জীবনের জন্য আমরা বড় বদলে গেছি। একে অমান্য করার ফল পেতে হচ্ছে!

মাঃ বুড়োদের মত কথা বলছিস যে রে**!** তোরা পড়। আমি যাই।

সোমাঃ বাঃ! তুই কী বলতে চাস রুম্পা? আজকের এই উন্নতমানের জীবনের মাসুল দিচ্ছি আমরাই ?

রুম্পাঃ প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। লুঠ করা হয়েছে। শহরের ফাঁকা জায়গা, গ্রামের মাঠ ঘাট, নদীর তীর, জলাভূমি ভরাট করে গড়ে তোলা হল বহুতল বাড়ি, বাজার, শপিং মল। আর কী দেখছি? সেই ঝাঁচকচকে শহর কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জলডুবি।

সোমাঃ তা ঠিক। আবহাওয়ার তো বেসামাল অবস্থা। আমরা কি শুধু বসে বসে দেখব। তাবড় তাবড় লোকজনেরা কী করছে রে?

রুম্পাঃ ঃ স্যার বলছিলেন সেদিন। জল বায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করতে ২০১৫ সালের প্যারিস এগ্রিমেন্ট বা COP21 জলবায়ু চুক্তিতে সই করতে এক জোট হয় পৃথিবীর ১৯৬ টি দেশ। এই চুক্তির

একটি মাত্র লক্ষ্য বিশ্ব জুড়ে এই শতকের শেষে গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধির পরিমাণ ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে বেঁধে রাখতে হবে। পারলে ১.৫ ডিগ্রির সেন্টিগ্রেডে বেঁধে ফেলতে হবে।

সোমাঃ এর আগেও নিশ্চয়ই বেশ কয়েক দশক ধরে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক কমিটি নানান ভাবে জলবায়ু বদল, তার প্রভাব নিয়ে কাজ করেছে। প্যারিস এগ্রিমেন্টে পৌঁছানর পিছনে সেই কাজগুলোর প্রভাব রয়েছে। **রুম্পাঃ** তা ছিল বইকি। তবে এই চুক্তিতে সাক্ষর করেছে আর্থিকভাবে উন্নত দেশ সহ উন্নয়নশীল দেশগুলি। কীভাবে লক্ষ্য বাস্তবায়িত করা হবে সেইসব কথা চুক্তিতে বিশদভাবে বলা হয়নি। তবে greenhouse gas যেগুলো আদতে তাপ ধরে রাখার ফাঁদ সেগুলোর নিঃসরণ কীভাবে কমান যাবে তার একটা পথ বলে দেওয়া হয়েছে।

সোমাঃ greenhouse gas কী কী বল তো ?

রুম্পাঃ এই বেশি মাস্টারি করবি না। নে বলে দিচ্ছি carbondioxide, methane, nitrous oxide এগুলোকে বলে greenhouse gas। দেশগুলোকে ক্রমে ক্রমে greenhouse gas এর নিঃসরণ কমিয়ে ফেলতে হবে। সমস্যা সমাধানে, এই চুক্তি আহ্বান করেছে দেশে দেশে নানা বেসরকারি সংস্থা ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সহযোগিতা। কেবল মাত্র দেশের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বা সরকারের দ্বারা এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব না।

সোমা ঃ শোন! নিজেদের মধ্যে আলোচনা না করে আমরা একটা সভা ডাকি।

রুম্পাঃ হ্যাঁ। সেদিন কলেজের কমনরুমে একটা পোস্টার দেখছিলাম। জল বায়ু পরিবর্তন ও সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব নিয়ে একটা আলোচনা সভা আছে আগামী রবিবার। চল যাই।

(যানবাহনের আওয়াজ।)

ম্যাজিসিয়ানঃ **(ফিস ফিস করে) দাদা দিদি ভাই মনে আছে আমার কথা। শুরুতে যা বলেছিলাম। আমার সঙ্গে চলুন একটু এগিয়ে যাই। ও বাবা কী ভিড়! পথসভা বসেছে। শুনছেন না! চাপা গুঞ্জন। কান পেতে শুনি কে কী বলছেন। আর আমি এই সভায় আছি।**

(বক্তব্য রাখার মত গলার আওয়াজ) বন্ধুগণ, গতকাল ব্রহ্মচারী পূর্ণানন্দজী সরকারী প্রতিশ্রুতির পর দীর্ঘ ১৯৩ দি্নের অনশন ভঙ্গ করেছেন। অবিরল ও নির্মল গঙ্গার জন্য তাঁর এই আত্মদান আমাদের উদবুদ্ধ করেছে। আজকে এই সভায় আমরা আমাদের জীবনে দূষণ সংক্রান্ত সমস্যার কথা একে একে বলব। নিজেদের কথা বলতে পারাও সমস্যা সমাধানের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।প্রথমে যিনি বলবেন তাঁর নাম সিউরামজী। ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় দেশ ছাড়া হয়ে আমাদের হাওড়া জেলার নিব্রা গ্রামে এসে আত্মীয়ের বাড়ি উঠেছিলেন। (সিউরামজীকে উদ্দেশ্য করে) ঃ আসুন দাদা ।

সিউরামজী ঃ নামাস্কার! (ভাঙ্গা বাংলায়) তুখন হামার ৩৫ বচ্ছর্ বয়স। ইউনিয়ন কারবাইড কারখানায় চাকরি করতাম। ২রা ডিসেম্বর মাঝ রাতে ঘুম ভাঙ্গে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। দুমাসের মেয়েটা চোখের সামনে নীল হয়ে গেল। তারপর আর কী! মৃত্যু মিছিল। জানপহেচান লুকজন,ভাইবেরাদরি সবকো লুটে নিল ওই একটা রাত। মায়া ছেড়ে চলে এলাম নিব্রা গ্রামে। পাশেই চামড়ার কারখানায় কাজ নিলাম।এখন শুনছি গ্রামটার নিচে ৪৪৪০ টন ক্রমিয়াম আর ভারী ধাতু পোঁতা আছে।আশেপাশের কারখানাগুলোর বজ্য ফেলার ফল। ঘরে ঘরে চামড়ার

বিমারি। এ যেন গরম তাওয়া থেকে আগুন কটাহে এসে পড়লাম। (**গলার আওয়াজে চাপা রাগ**)(**জলের বোতলটা নিয়ে জল খাবার শব্দ করেন**)**ভোপালের মত জতুগৃহে হয়ে বসে আছে কেরালার এলুর-এদিয়ার অঞ্চল। এখানে ২০০,০০০ টন অতি বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য।**
ম্যাজিসিয়ানঃ উত্তরপ্রদেশের রানিয়া, **মধ্যপ্রদেশের রাতলাম**, **ওড়িশার তালচের সব জায়গায় জমা আছে কারখানাজাত বিষাক্ত কঠিন বর্জ্য। ধন্যবাদ সিউদাদা। এবার কালিপাহাড়ি থেকে মিশ্রজীতাঁর কথা বলবেন। আসুন ভাই।**
মিশ্রজীঃ (**অনেকটা শ্বাস নিয়ে টেনে টেনে কথা বলা শুরু করলেন**) **কালিপাহাড়িতে আমার বাস চার যুগ ধরে। এখানের আকাশ ঘোলাটে। কাঁচা কয়লা পোড়ার ধোঁয়া।শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এক সময়ের চঞ্চল নুনিয়া নদী আজ নোংরা জলের খাল। এধার ওধারে চোখে পড়বে শিমুল**, **পলাশের গাছ। দিনমানে ডাম্পার বোঝাই হয়ে মাটি খোঁড়া কয়লা চলে যায় ভিন দেশে। অথচ আমদের ঘরে কয়লা নেই। কালিপাহাড়ির কয়লা পাহাড় আজ শেষের পথে। ইসিএল নোটিশ দিয়েছে আমাদের উঠে যেতে। যাব কোথায় বাপদাদার ভিটে ছেড়ে।** (**কান্নায় গলা বুজে আসে**)।
ম্যাজিসিয়ানঃ মিশ্রজী! **শান্ত হন দাদা।** এরপর বক্তব্য রাখবেন... **(**গলার আওয়াজ ফিকে হয়ে আসে**)**

(যানবাহনের শব্দ আর তার ফাঁকে ফাঁকে ম্যাজিসিয়ান বলছে)

ম্যাজিসিয়ানঃ শুনলেন তো পরিবেশ **উদ্বাস্তুদের অবস্থা।** ওঃ আমার আর নিস্তার নেই। এক্ষুনি হাওড়া ষ্টেশন পৌঁছতে হবে। পুরুলিয়া এক্সপ্রেস চড়ে **আমাদের গল্প পৌঁছে যাচ্ছে শহর ছাড়িয়ে অযোধ্যা পাহাড়ের গায়ে থুরগা নদীর তিরে। একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেল থেকে কথা বলতে এসেছেন ওখানকার জনজাতি মানুষদের সঙ্গে।** আসুন আড়ি পেতে শুনি তাদের কথা।
(**কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে শোনা** যাবে: i. **ট্রেন চলার আওয়াজ** ; তার সাথে ট্রেনের মধ্যে চা**,** গরম চা**,** ঝাল মুড়ি বিক্রির আওয়াজ ii. ট্রেন আর ট্রেনের ভিতরের ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে আর শোনা যাবে Background **এ ধামসা মাদলের আওয়াজ।**)
ম্যাজিসিয়ানঃ আজ আমরা এসেছি রাঙ্গা গ্রামে। থুরগা জল বিদ্যুৎ প্রজেক্টের ফলে কাটা পড়েছে বিস্তীর্ণ বন জঙ্গল। এখানকার মানুষের বিপন্নতার কথা শুনতে এসেছি আমরা।
বৃদ্ধঃ (কাঁপা কাঁপা গলায়) মারাং বুরুর বন কেটে দিলে মুরা সব যাব কুথায়? **মুরা বনের প্রাণী। গরু ছাগল বনে চরে। বন আমাদের মা বাপ। কত্ত কী দেয়**! **মুদের মাথা গুঁজার ঠাই**, **রুজি রোজকার। সব আসে সিখান থিকে।** (**পাখপাখালির আওয়াজ**)। **কত্ত জঙ্গল ছিঁড়বেক**? **সহজে ই জঙ্গল ছিঁড়তে লারবেক**!
ম্যাজিসিয়ানঃ বনে ভরা সাতটি পাহাড় কেটে ফেলা হয়েছে। প্রায় ৩৫০,০০০ গাছ কাটা পড়েছে। জঙ্গল হারানো হাতির পাল মাঝে মধ্যেই খাবারের খোঁজে জনজাতি মানুষদের গ্রামে চড়াও হচ্ছে।এখানকার মানুষ চায়না জল বিদুৎ প্রকল্প।
(**ক্রমানুসারেঃ** জোরে থেকে ক্রমশ ফিকে হয়ে যাবে। প্রথমে **ট্রেন চলার আওয়াজ (**এই আওয়াজ জোর থেকে ফিকে হলে শুরু হবে **বাস আর রিক্সা ভ্যানের শব্দ।** এই আওয়াজ ফিকে হয়ে iii. **কুলকুল নদীর বয়ে যাওয়ার আওয়াজ** শুরু হবে।**)**
ম্যাজিসিয়ান (**ফিস ফিস করে**) **বলুন তো ভেল্কির জাদুতে এখন আমরা কোথায়**? **আর আমি কে**? **সুন্দর সুন্দরবন। সুন্দরবন সুরক্ষা সোসাইটির আফিস ঘর। সোসাইটির কর্ণধার শ্রী তপন**

করের সাক্ষাৎকার নিতে এসেছি আমি এক Little magazine **এর সম্পাদক। আসুন আড়ি পেতে শুনি ওনাদের কথা।**

ম্যাজিসিয়ানঃ নমস্কার**!** আমি শোভন সোম। প্লাবন পত্রিকার সঙ্গে এক দশক হল কাজ করছি। একটু পড়াশনা করে এসেছি আপনাদের **সং**গঠন সম্বন্ধে।

সোসাইটির কর্ণধারঃ আসুন আসুন। এখানেই, এই বারান্দায় বসি। ঘরের মধ্যে যা গরম!

ম্যাজিসিয়ানঃ হ্যাঁ হ্যা**। ১৯৬৯ সাল থেকে সুন্দরবন সুরক্ষা সোসাইটি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। আপনাদের চমৎকার হাসপাতাল তৃণমূলস্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেয়। বিধবা ও অবহেলিত মহিলাদের নিয়ে আপনাদের কর্ম**সংস্থানের ব্যবস্থা উল্লেখ করার মত।

সোসাইটির কর্ণধারঃ এ দেশের মানুষজন কে আমার প্রণাম। গরিব হলেও মানুষগুলো লড়ে। লবণ মাটি তাই আশানুরুপ ফসল হয় না। কয়েক বছর বাদে বাদে ঘূর্ণীঝড়ে, বানে ঘর বাড়ি ভেসে যায়। বেশিরভাগ মানুষ তাই জঙ্গলের উপর নির্ভর করে। বনবিভাগের কর্তাদের মর্জির উপর সুন্দরবনবাসীর বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। বনের উপর তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ইস, সোসাইটির কথা বলতে শুরু করলে কিছুই মনে থাকেনা। (**পাশের কাউকেঃ চা দে না আমাদের। আর ওনার জন্য মুড়ি আর ঘুগনি এনে দে**)

ম্যাজিসিয়ানঃ আরে না না! আমি স্টেশনে খেয়ে নিয়েছি। ব্যস্ত হবেন না।

সোসাইটির কর্ণধারঃ তাই কখনও **হয়**! **এই এখানে রাখ**! খেতে খেতে কথা বলা যাক। হ্যাঁ যা বলছিলাম।বন **আর বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের নামে একি বিবাদ তৈরি হল**! **যুগ যুগ ধরে যারা বনের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে এল আজ তারা নিজ ভূমে পরবাসী।এদিকে পর্যটনের ধাক্কায় সুন্দরবনের জলজঙ্গল আজ প্লাস্টিক ছেয়ে যাচ্ছে। খাড়ি ধরে সেই প্লাস্টিক পৌঁছে যাচ্ছে সমুদ্রে। আর মোটরলঞ্চবাহি উৎসাহী ভ্রমণপিপাসুদের উদ্দাম আনন্দ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শব্দ দূষণ, প্লাস্টিক দূষণ।**

ম্যাজিসিয়ানঃ কী অদ্ভুত মিল!

সোসাইটির কর্ণধারঃ কোথায়? **কার সাথে**?

ম্যাজিসিয়ানঃ সেদিন একটা লেখা পড়ছিলাম একটা পত্রিকায়। সমুদ্রতল থেকে ১১০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত লাদাখ আজ ভয়াবহ জল সমস্যায় আক্রান্ত। তার মূল কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পশ্চিম হিমালয়ের হিমবাহের ২১ শতাংশ হ্রাস আর এর সাথে সাথে গত কয়েক বছরে আস্বাভাবিক লাদাখগামী ভ্রমণার্থীদের বৃদ্ধি। শীতল মরুভূমির দেশ লাদাখ। পানীয় ও চাষের জলের উৎস গলে যাওয়া হিমবাহ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হিমবাহের পরিমাণ কমতে থাকছে। (কথা থামিয়ে জল খাওয়ার শব্দ)বৃষ্টি **পড়ে না**, **গাছপালা তেমন নেই**, **রুখা সুখা জমির মানুষগুলোর মন তবু প্রসন্ন। কঠিন পরিশ্রম করে বাঁচতে হলেও কোন অভাববোধ ওদের তাড়িয়ে ফেরে না। সত্তরের দশকের সে লাদাখে আজ আধুনিকতা আর উন্নয়নের ছোবলে আক্রান্ত। যে সমস্যা বিশ্ব জুড়ে সেগুলো আজ লাদাখে। দূষণ আর বিচ্ছন্নতা, লোভ আর অসহিষ্ণুতা।**

সোসাইটির কর্ণধারঃ সুন্দরবন থেকে লাদাখ অদ্ভুত এক না- দেখা বাঁধনে বাঁধা। আমাদের ভাবার আর করার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। গ্রেতার কথাগুলো মনে পড়ছে।আশার বাণী আর নয় এবার কাজে নামতে হবে। এই মহান গণতন্ত্রে কটা রাজনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে আবহাওয়া পরিবতন নিয়ে। ক্ষরা, বন্যা বা কৃষি সমস্যা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলো

কতটা সোচ্চার যতটা তারা অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে খবর করে! কটা চলচ্চিত্র হয়েছে যেখানে দূষণ ক্ষরা বন্যা প্রাধান্য পেয়েছে।

ম্যাজিসিয়ানঃ এই যে সেদিন ফনি সাইক্লোন ওড়িশাকে তছনছ করে চলে গেল এও তো বিশ্ব জুড়ে আবহাওয়া পরিবতনের ফল তাই না!

সোসাইটির কর্ণধারঃ হ্যাঁ। (ওরে**!** আমাদের ভুলে গেলি নাকি**?** আর এক কাপ করে চা দিয়ে যা**)।** **সাইক্লোনগুলির তীব্রতা আর দ্রততা বৃদ্ধির পিছনে জলবায়ু পরিবর্তনের হাত রয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বঙ্গোপসাগরের উপরিতলের তাপমাত্রা বেড়ে থাকছে। তার ফলে সাইক্লোনিক ঝড়ঝঞ্ঝা তৈরি হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে,তীব্রতাও বাড়ছে। ২০১৩র ফাইলিন ঝড়ের পর থেকে ওড়িশার দক্ষিণ উপকুলে এই ধরনের সাইক্লোনিক ঝড়ের সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আজ সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছে। এ বছরের জুলাই মাস বিশ্বজুড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি দেখা গেছে।**

চল, **বাঁধের দিকটা তোমায় নিয়ে ঘুরে আসি।** এই যাঃ তুমি বলে ফেললাম। বয়স হয়েছে ভাই। কিছু মনে কর না।

ম্যাজিসিয়ানঃ কী যে বলেন। এটাই তো ভাল হল।

সোসাইটির কর্ণধারঃ না বাপু। তোমরা সব শহরের লোক! তোমার ট্রেন কটায়? খেয়ে যাবে দুমুঠো।

দ্বিতীয় দৃশ্য (দৃশ্যান্তরের music)

(পরিবেশ নিয়ে এক আলোচনা সভা চলছে)

রুম্পা ঃ স্কুলে না গিয়ে সুইডেনের সংসদ ভবনের সামনে ঠায় বসে থাকত মেয়েটা।প্রতি শুক্রবার। কত আর বয়স হবে। এই পনেরো বছর। রোগা পাৎলা ছোট খাটো চেহারার মেয়ে। বাবা মা বন্ধুবান্ধবরা পই পই করে নিষেধ করেছিল। কেউ সাথ দিতে চায়নি। কারুর কথায় কান দেয়নি সে। হাতে লেখা কয়েকটা ব্যানার 'জলবায়ু বদলের জন্য স্কুল বন্ধ'। জলবায়ু বদল রুখতে তোমরা বড়রা কী ভাবছ? এই ছিল তার প্রশ্ন। টানা আট মাস একা একা বসে থাকত সে। পাথুরে রাস্তার ওপর।পথচারীরা গ্রেতার পাগলামি দেখে মুচকে হেসে পাস কাটিয়ে ফিরে গেছে যে যার কাজে। আগস্ট থেকে মার্চ।

সোমাঃ গ্রেটার অদম্য জেদের কাছে হার মানে দুনিয়া। ধীরে ধীরে ওর পাশে ভীড় বাড়তে থাকে। আবহাওয়া পরির্বতন সংক্রান্ত আন্তরাষ্ট্রীয় প্যানেলে বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা ১.৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রেটার ভূমিকা আমাদের মত সাধারন মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে বারবার।গ্রেটার পথ দেখানর ফলে ১০৬ টি দেশের হাজার হাজার স্কুল প্রতি শুক্রবার তাদের কাজ বন্ধ রাখে।

(**একনাগাড়ে বলে চলে ছাত্রী। হল ঘরের শেষেরদিকে চাপা উসখুস শোনা যাচ্ছে।**)

রুম্পাঃ ওই যে ওদিকে একজন হাত তুলেছে। আপনি বলবেন?

সোমাঃ এই যে ভাই একটু সরে। থাঙ্ক ইউ। এই যে মাইকটা

(**সোসাইটির কর্ণধার কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো।**)

সোসাইটির কর্ণধারঃ Emission **এর মাত্রা নিয়ে উন্নত দেশগুলো তাদের চাপান উতোর জারি রাখছে। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর তো** protocol **আর** agreement **এর চক্রে নাভিশ্বাস উঠছে।** তিন বছর পেরিয়ে গেছে এই চুক্তি সই। কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের গতি আজ ও চলেছে। (আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, সাউথ আফ্রিকা, সৌদি আরাবিয়া কানাডার মত দেশগুলি greenhouse gas নিঃসরণের কমানর পথে একদম হাঁটেনি। তাদের অর্থ নৈতিক উন্নতির

সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে শক্তির ব্যবহার আর **carbondioxide** নিঃসরণ। ব্রাজিল, ভারত চিনের ক্রিয়াকলাপও প্যারিস চুক্তির পক্ষে যাচ্ছে না।
রূম্পাঃ প্রতি টন carbondioxide এর উপর ৭০ ডলার ডলার কার্বন কর বসাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।এই নীতি ও কাজে আসছে না।
এগুলো যেন পরিবেশ নিয়ে দেশে দেশে মিলে মিশে আলোচনার সভা নয় বরং বড়লোক দেশগুলোর টাকাপয়সা নিয়ে দরকষাকষির সভা। সবাই যে যার স্বার্থ দেখতে ব্যস্ত। চুলোয় যাক পথিবীর বাড়ন্ত তাপমাত্রা, **চুলোয় যাক মেরুগলন কিম্বা অতি বৃষ্টি**, **সমুদ্রের জল বেড়ে যাওয়া।**
মিশ্রজীঃ হ্যাঁ তা নাহলে আমেরিকা, **চিনের লাভ বেশি হবে দোহাই দিয়ে** Paris agreement **থেকে বেরিয়ে যায় কোন কলজের জোরে**! **জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কী উপায়ে কমান যাবে তাই নিয়ে তো তাবড় তাবড় দেশরা কোনও সহমতেই আসতে পারল না এবারের ২০১৮ অনুষ্ঠিত** COP24 **বা** Katowice Climate Change Conference **এ।**

রূম্পাঃ বন্ধুরা**!** এতক্ষণে আমাদের মাথা ধরতে শুরু করেছে। গলা তো শুকিয়েছে ই। পাঁচ মিনিটের চা পানের বিরতি নিচ্ছি।

(**তিনজন শ্রোতার জটলা**) **মিশ্রজীঃ আপনি** আবার সিগারেট ধরালেন**?**

কর্ণধারঃ পরিবেশ নিয়ে আলোচনায় পরিবেশ দূষণ**! (** হেসে ওঠেন তিনজনে**)**

সিউরামজী ঃ বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিচ্ছিলাম ভাই। এই নিন ফেলে দিলাম**!**

সোমাঃ আমাদের আলোচনা পর্ব শুরু করি। যারা এখনো বাইরে আছেন তারা **please** ভিতরে চলে আসুন।

রূম্পা ঃ এই পর্বে আমরা জেনে নেব চুক্তিতে সই করা দেশগুলিকে জলবায়ু বদল রুখতে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি কমাতে কী কী করার কথা বলা হয়েছিল। দাদা (**কর্ণধারের** উদ্দেশ্যে) আপনি যদি এ ব্যাপারে কিছু বলেন।

কর্ণধারঃ বলা তো হয়েছিল অনেক কথা। যেমন**,** greenhouse gas নিঃসরণের সবোর্চ্চ মাত্রা নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে ফেলা। এবং দ্রুততার সাথে সেই মাত্রা কমিয়ে ফেলতে শুরু করা।২। পরিচ্ছন্ন অর্থনীতি অর্থাৎ এমন ধরনের কৃষি শিল্প জীবিকা জীবনধারন প্রনয়ণ করা যাতে greenhouse gas এর নিঃসরণ কমবে। (কথার মাঝে মাইকের ক্যা করে অদ্ভুত আওয়াজ) (sound box ঠিক করার শব্দ)। (আওয়াজ থামলে) ৩। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশগুলি তাদের লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার খতিয়ান করবে।নিঃসরণের নির্ধারিত মাত্রা পৌঁছাতে পেরেছে কিনা, তার জন্য যেসব উপায় গ্রহণ করেছে সে সব কথা রিপোর্ট করবে বছররবছর।

রূম্পা ঃ তার মানে শিল্প ছাড়াও চাষবাসের পদ্ধতিতেও বদল আনতে হবে। এক ফসলি, অজৈব সার বীষ আর জল নির্ভর চাষবাস যে আমরা করে তাই নিয়ে ভাবতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার নিয়ে ভাবতে হবে। উন্নত দেশগুলো এই ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দেবে উন্নয়নশীল

দেশগুলোকে। যেমন ভারতবর্ষ চুক্তিতে সই করেছে।তাকে ৪.১০% নিঃসরণ কমাতে হবে ২০৩০ সালের মধ্যে।

রুম্পাঃ ও পাশ থেকে একজন কিছু বলতে চায়।
সোমাঃ এই নিন মাইকটা।
মিশ্রজীঃএকটা ব্যাপারে সহমতে আসা গেছে যে ২০২০ সালের মধ্যে Paris agreement - **এর প্রস্তাবনাগুলো লাগু করতে হবে। প্রতিটি দেশ জীবাশ্ম জ্বালানী কীভাবে কমাচ্ছে তার খুঁটিনাটি রির্পোট জমা করবে।**
আশার আলো দেখাচ্ছে গ্যাম্বিয়া, মরক্কোর মত ছোট দেশগুলি। সৌরশক্তির ব্যবহার, বিপুল বন সৃজন তাদের হাতিয়ার। ২০২০ র মধ্যে মরক্কো তাদের মোট শক্তির ৪২% সৌরশক্তির সাহায্যে জোগাড় করে নেবে।

রুম্পাঃ রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়ে দিয়েছে যেভাবে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভর করে এতদিন চলেছি তেমন করে চললে ৩ ডিগ্রী তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ করা যাবে না।
গ্রেটা বলেছে কাজ করার কথা। সৌরশক্তি, **বায়ুশক্তি**, **পুনর্নবীকরণশক্তির কথা জানা থাকা সত্তেও কেন** ১৯৯২ এর Kyoto protocol **এর** সাতাশ **বছর পরেও আবহাওয়ার অবনতি ঘটল**? **বদলাতে হবে আমূল ভাবনা চিন্তা কাজ কর্মের ধরন ধারন।**
সিউরামজীঃ ধন্যবাদ। মাটির তলার তেল আর কয়লা উঠানো বন্ধ হোক। এ নিয়ে আর তোলাবাজি নয়। নদীর বুকে বড় বড় বাঁধ নয় আর। হামরাও বন্ধ করি প্লাস্টিক ব্যবহার। প্রকৃতি পারে নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে। রুম্পা ঃ ঠিক বলেছেন। যেমনটি হয়েছে চেরনবিলে।১৯৮৬ সালে ঘটে যায় এক ভয়ানক পারমাণবিক বিপর্যয়। বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদাথ ছড়িয়ে পড়ে। ২০ হাজার বছরের জন্য চেরনবিলকে বসবাসের অযোগ্য ঘোষনা করা হয়। মানুষজনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেটা ছিল ১৯৮৬ সাল। প্রকৃতিকে নষ্ট করে যে শহর গড়ে উঠেছিল সে শহর পড়ে থাকল পরিত্যক্ত অবস্থায়।
সোমাঃ দুদশক পরে অবাক বিস্ময়ে সারা বিশ্ব আজ দেখছে সেই পরিত্যক্ত শহর আবার করে প্রকৃতির দখলে। গভীর বন আর বন্যপ্রাণীতে ভরে গেছে এ শহর।

তৃতীয় দৃশ্য
(দৃশ্যান্তরের মিউজিক)
(জনাকয়েক দর্শক magic দেখতে এসেছেন। নাটকের সূত্রধর উপস্থিত)
মিশ্রজী ঃ এই যে আমার কাছে সব টিকিটগুলো আছে।
কর্ণধার ঃ যে যার টিকিট হাতে নিয়ে বসে পড়ো।শো আরম্ভ হবে।
(First bell **এর আওয়াজ**)
বয়সে ছোটরা নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলছে।
কর্ণধারঃ চুপ করবে তোমরা (**দাবড়ানির সুরে**)
(2nd bell **এর আওয়াজ শোনা গেল।**)
(**দু একজন দর্শক দেরীতে ঢুকছে হলে।**)
সিউরামজী ঃ sorry **দাদা ওইখানে হামার জাগা আছে।একটু যদি সরে বসেন** thank you**।**

অন্য দর্শকদের গলায় বিরক্তিসূচক আওয়াজ ঃ উফ! কেন যে সময়ে আসেন না।
Curtain **উঠল।** magic show **এ যেমন** orchestra **বাজে তেমন আওয়াজ।**
ম্যাজিসিয়ান ঃ ম্যাজিসিয়ান জলবায়ু চুক্তি হাজির! আপনারা আমার হাতে কী দেখতে পাচ্ছেন ?
দর্শকের আওয়াজঃ নানা রঙের পালক লাগান এই ঝাড়ন।
ম্যাজিসিয়ানঃ আব্রাকাডাব্রা গিলি গিলি। কী দেখছেন?
দর্শকরা একসাথেঃ সব সাদা হয়ে গেছে।
ম্যাজিসিয়ানঃ এবার গোলকধাঁধাঁর খেলা। মঞ্চে চারজন উঠে আসুন।
(দশর্কদের মধ্যে কারা কারা যাবেন তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল।)
নানা রকমের সংলাপ শোনা যাচ্ছেঃ **১। এই যে সরুন না দাদা।** আমাকে উঠতে দিন। **২। যা না, উফ এত লাজুক কেন! ৩**। দূর বাবা**!** বিরক্ত কর না**!**
ম্যাজিসিয়ানঃ একটু তাড়াতাড়ি করুন। বাঃ অনেকজন এসে পড়েছেন। **এত মেঘ না চাইতে জল।**
ম্যাজিসিয়ানঃ এক, দুই, তিন, চার। এই চারজন থাকুন। প্লিজ,বাকিরা নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসুন। ধন্যবাদ সহযোগিতার জন্য। মঞ্চের চারজনে এখন একটা খেলা খেলবে। (মঞ্চের একজনকে উদ্দেশ্য করে)। আপনি হলেন গিয়ে উন্নয়ন। আপনি ছুটে গিয়ে ধরবেন শক্তিকে।
সিউরামজী ঃ রাজি
ম্যাজিসিয়ানঃ (মঞ্চের আর একজনকে উদ্দেশ্য করে) এই যে দিদি আপনি হলেন শক্তি। শক্তি ধরতে যাবে জীবাশ্ম জ্বালানীকে। এই যে বোনটি তুমি হলে আজকের খেলার জ্বালানী।
সোমা ঃ কী মজা কী মজা।
রুম্পাঃ স্যার আমরা এক ক্লাসে পড়ি।
ম্যাজিসিয়ানঃ এই যে দাদা, আপনি হচ্ছেন আজকের খেলার সর্বশক্তিমান greenhousegas**। যে কিনা পৃথিবীর** ozone **স্তরের আস্তরণ ফুটো করে দিচ্ছে। ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে ঢুকে পড়ে তাপমাত্রা বাড়িয়ে নয়ছয় কান্ড করছে। হয়ে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। আপনাকে ধরতে ধেয়ে আসবে জ্বালানী।**
মিশ্রজীঃ কোনও ভুল হবে না।
ম্যাজিসিয়ানঃ দশর্ক সকল আপনাদের কাজ হাততালি দিয়ে উৎসাহ দেওয়া। এবার খেলা শুরু হোক। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। Greenhouse gas **ছুটবে আমার পিছনে।**
(নিচের গানটি গাইবে প্রচলিত সুরে আর মঞ্চে থাকা চরিত্রদের ছুটোছুটির আওয়াজ শোনা যাবে।)
ম্যাজিসিয়ানঃ দেখে যা রে দেখে যা রে
ভানুমতির খেল।
ছুটবে গাড়ি, গড়বে বাড়ি
উন্নয়নের মেল।
উন্নয়নকে ছুটতে হলে
লাগবে জোগান শক্তির।
আর তাকে মুঠোয় পেতে হলে
পোয়াতে হবে ঝক্কি।

(music)
গ্যালন গ্যালন জ্বালানী
আর কয়লা রাশি রাশি
মাটি খুঁড়ে, **সাগর ছেনে**
জোগাড় করে আনি।
পুড়বে যত ফুঁসবে তত
কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস ও।
গ্যাসের ঘায়ে ফেঁসে যাবে
ওজোন রক্ষাকবচ ও।
বদলে যাবে চেনাজানা
জলবাতাসের মুখ-ও।
ও ভাই বদলে গেছে
বদলে যাচ্ছে জল বাতাসের মুখ-ও।
(music)
ম্যাজিসিয়ানঃ আসবে তেড়ে তীব্র সাইক্লোন
ভাসব সবাই বানে
ছাইবে জীবন, **দূষণ জারে**
মরব সবাই বে--ঘোরে।
প্যারিস **চুক্তি মেনে**
কমাও জ্বালানীর ব্যবহার
উন্নয়নের দৌড়খানা কমাও দেখি এবার।
(**এই বলে ম্যাজিসিয়ান মশাই** stage **ছেড়ে ধাঁ** - **উধাও।**)

(music)

মিশ্রজী, **সিউরামজী**, **রুম্পা**, **সোমা** ঃ আরে মশাই চলে গেলেন কই**?** মঞ্চ ছেড়ে চলে গেলেই হবে**?** কাজ আছে না**!**

রুম্পাঃ যারা হারিয়ে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনি!

ফিরিয়ে আনি নদীর হারান স্রোত, পুকুরের ধন

বাঁধ ভেঙ্গে, সেচ খাল উপড়ে, বৃষ্টির জল বেঁধে।

সোমাঃ ফিরিয়ে আনি বন – ‘পৃথিবীর সবুজ পোশাক’।

ফিরিয়ে আনি হারান শস্যবীজ- বিচিত্র রকম

সিউরামজীঃ ফিরিয়ে আনি হারিয়ে যাওয়া কীটপতঙ্গ পাখি

মারা গেছে যারা বিষে, বিষাক্ত সারে।

মিশ্রজীঃ ফিরিয়ে আনি মান, সম্মান, ভালবাসা

জল মাটি বাতাস জঙ্গলের তরে।

কর্ণধারঃ আরে বেশ বেশ বেশ!